দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

094

বাংলা একাডেমী

প্রশাসন থেকে প্রকাশনা পর্যন্ত সর্বস্তরে অনিয়ম আর দুর্নীতি

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

বাংলা একাডেমীর প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ সর্বস্তরে ব্যাপক অনিয়ম বিরাজ করছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি, ভুল সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের দীর্ঘসূত্রিতা একদিকে যেমন বাংলা একাডেমীর সুনাম ক্ষুণ্ণ করছে অন্যদিকে তেমনি একাডেমী আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলা একাডেমীর পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিতর্ক উত্থাপিত হচ্ছে।

১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী পুস্তক প্রকাশনা, সাময়িকী প্রকাশনা, সাহিত্য পুরস্কার প্রদান, বইমেলা ও বৈশাখী মেলার

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

বাংলা একাডেমী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আয়োজনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৮৫-এর জুন পর্যন্ত বাংলা একাডেমী হতে ১ হাজার ৩শ' ৫৫টি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা প্রায় দেড় হাজারের মত।

প্রকাশনাঃ ছাপা ও বাঁধাই

বাংলা একাডেমীর বিভিন্ন প্রকাশনা বাংলা একাডেমী প্রেসসহ ঢাকার বিভিন্ন মুদ্রণালয়ে মুদ্রণ করা হয়। দেখা গেছে যে, বাংলা একাডেমীর নিজস্ব ছাপাখানায় বই ছাপালে বই-এর দাম বেড়ে যায়। কারণ ঢাকার বিভিন্ন ছাপাখানার চেয়ে একামেডীর নিজস্ব ছাপাখানার ছাপার দর প্রায় দেড়গুণ বেশী। বাঁধাই-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এতে করে লেখকের রয়ালিটির অংকও বেড়ে যায়। ফলে, স্বভাবতই বই-এর দাম বেড়ে যায় এবং পাঠককে বেশী দামে বই কিনতে হয়।

একাডেমী প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ১ হাজার পত্রিকা ছাপতে যে খরচ হয় তাতে এক কপি পত্রিকার দাম ২শ' টাকার মত পড়ে। অন্যদিকে একাডেমীকে এটা বিক্রী করতে হয় সর্বোচ্চ ২০ টাকার ফলে স্বভাবতই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে যদি এই সাময়িকী বাইরের ছাপাখানায় ছাপানো হয় তবে মুদ্রণ ব্যয় অনেক কমে যায়। বাংলা একাডেমীর সাময়িকী ধান শালিকের দেশের ১৪ বর্ষ ১ম সংখ্যার ১ হাজার কপির মুদ্রণ ও বাঁধাই-এর জন্য বাংলা একাডেমী প্রেসকে ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এর পর লেখক, কাগজ, শিল্পী, ব্লক ইত্যাদির জন্যও ব্যয়িত হয়েছে বিপুল অঙ্ক।

বিভিন্ন বাইণ্ডারের কাছে বাংলা একাডেমীর প্রচুর বই দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে আছে। এমনকি কোন কোন বাঁধাইকারের কাছে ৫ বছরের অধিক সময় ধরে বই পড়ে আছে। এসব বাঁধাইকারদের অনেকে এখন বাঁধাই ব্যবসায় জড়িত নয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। একাডেমীর একজন কর্মকর্তার প্রেসে ৫ বছর আগে বই ছাপানোর জন্য তৎকালীন হিসেবে প্রায় ১ লাখ টাকার কাগজ সরবরাহ করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত এ কাগজ উদ্ধারের কোন পদক্ষেপ একাডেমী কতৃপক্ষ গ্রহণ করেননি।

এ ছাড়া পুস্তক রচনার ক্ষেত্রেও বাংলা একাডেমী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে মুখচেনা ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। 'সঙ্গীত কোষ' গ্রন্থের রচয়িতা করুনাময় গোস্বামীর নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। জানা গেছে, জনাব গোস্বামীর এ ক্ষেত্রে কোন

২-এর পৃঃ দেখুন

বাংলা একাডেমী

৮-এর পৃঃ পর

'ব্যাকগ্রাউণ্ড' নেই। এ গ্রন্থের মান সম্পর্কেও সমালোচকরা সন্তোষজনক মন্তব্য করেননি। অভিজ্ঞমহলের মতে সঙ্গীত কোষের মত গ্রন্থ রচনার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেকেই আছেন।

প্রশাসনিক কার্যক্রমে অনিয়ম

বাংলা একাডেমীর প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রমেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

চাকরির মেয়াদের উপর টাইমস্কেল প্রদানের বিধান থাকলেও বাংলা একাডেমীতে যারা টাইমস্কেলের উপযুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের টাইমস্কেল দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। একাডেমীর জনৈকা কর্মকর্তা যথাযথ অনুমতি ছাড়া বছরাধিককাল দেশের বাইরে অবস্থান করলেও তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে একাডেমী কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি তার প্রমোশনও হয়েছে।

বাংলা একাডেমীর মত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। দীর্ঘ দিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক সংযোগের সাহায্যে কাজ চলছে। এর ফলে প্রতি ইউনিটে ৪.৫০ টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে। বিশেষ মহলের স্বার্থ রক্ষার্থে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলা একাডেমীর মূল ভবন 'বর্ধমান হাউস' অর্ধকোটিরও বেশী টাকা ব্যয়ে কিছুদিন আগে সংস্কার করা হয়েছে। অথচ ভবনের বর্তমান অবস্থায় এ অর্থের সঠিক ব্যয় সম্পর্কে সন্দিহান হতে হয়।

এ ছাড়াও বাংলা একাডেমীর বিভিন্ন টেণ্ডারের ক্ষেত্রেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এবারের একুশের অনুষ্ঠানে ৩ হাজার চেয়ার সরবরাহের জন্য দরপত্র দাখিল করা হলেও দেড় হাজারের বেশী চেয়ার অনুষ্ঠানস্থলে ছিল না। বই মেলার মাঠে পানি সরবরাহের জন্য ২৯ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এদিকে মেলার মাঠের ধূলিময় অবস্থা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এ ছাড়া ৪৫ হাজার টাকায় জেনারেটর স্থাপন করা হলেও এর কার্যকারিতায় সংশ্লিষ্ট সবাই হতাশ।

বাংলা একাডেমীতে নিয়মমাফিক ১ জন আইন উপদেষ্টা থাকার কথা থাকলেও গত দু'তিন বছর ২ জন আইন উপদেষ্টাকে বেতন-ভাতা দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিক্রয় কেন্দ্র

বাংলা একাডেমীর চট্টগ্রাম বিক্রয় কেন্দ্রটির সংস্থাপন ব্যয় এর আয়লব্ধ অর্থ অপেক্ষা অনেক বেশী। বিভিন্ন সময়ে এ বিক্রয় কেন্দ্রটি উঠিয়ে আনার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে এটা বন্ধ করে দেয় হচ্ছে না। অভিজ্ঞ মহলের মতে, এই কেন্দ্রটি উঠিয়ে দিয়ে স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতাদের আকর্ষণীয় কমিশন দিলে বাংলা একাডেমীর জন্য লাভজনক হবে।